প্রসঙ্গ 'সদ্‌গতি'

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯৮১ র মে মাসের শেষদিকে প্রথম জানা যায় সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি প্রেমচন্দ্রের **সদ্‌গতি**। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ভারতীয় দূরদর্শনের কাছ থেকে ছবি করার প্রস্তাব আসে। ওরা চেয়েছিল একটি 'সিরিজ' করাতে। সে প্রস্তাবটি সত্যজিতের ভাল লাগেনি। তিনি চাননি অনেক বেশিদিন ধরে টেলিভিশনে আটকে থাকতে। ফলে একটি ছবি করার কথাই দূরদর্শনকে জানিয়ে দেন।

১৯৮০-র ডিসেম্বরে সত্যজিৎ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নার্সিংহোমে যান। স্পন্ডিলাইটিস। গলায় স্পন্ডিলাইটিস বেল্টও পরতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ সময় বেশ কয়েকটি বই পড়ার পর হাতে এসেছিল 'ইউনেস্‌কো' প্রকাশিত ভারতীয় গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ। তাতেই ছিল প্রেমচন্দ্রের **সদ্‌গতি**। খুব ভাল লেগে যায় গল্পটি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেন এটা নিয়েই ছবি করবেন। সেই সময় এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'গল্পটি পড়েই আমার মনে হয়েছিল একেবারে সিনেমার জন্যেই তৈরি। ভীষণ ভিস্যুয়াল গল্প। মূল কাহিনিটিকে প্রায় হুবহু বজায় রেখেছি। প্রয়োজনই হয়নি কোনও পরিবর্তনের। দু একটি জায়গায় হয়ত কিছু কিছু জিনিস যোগ করতে হয়েছে।'

১৯৩১ অর্থাৎ ছবি শুরু করার প্রায় ৫০ বছর আগের লেখা গল্প, অথচ মূল ভাবনার সঙ্গে ভীষণরকম মিল পাওয়া যায় জাতপাতের বৈষম্যের। সত্যি বলতে কি, এই মুহূর্তেও জাতপাতের বৈষম্য ভারতবর্ষের বুকে চেপে বসে আছে। সেই সময়কার কয়েকটি ছবি দেখে তিনি ওমপুরী, স্মিতা পাটিল, মোহন আগাসে ও গীতা সিদ্ধার্থকে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচন করেন। কাস্টিং হয়ে যাবার পর শুরু হয় লোকেশন খোঁজ। ছবির শুটিং করার উপযুক্ত মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কাছে একটি গ্রামের সন্ধান দেন শ্যাম বেনেগাল। জায়গাটি পছন্দ হয়ে যায়। তবে আর একটি গ্রামেরও প্রয়োজন হয়। রায়পুরকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রামে শুটিং হয়। একটি ১৫ কিলোমিটার দূরে পলারি গ্রাম, অন্যটা ৬০ কিলোমিটার দূরে কেশবা। ছবিতে একই গ্রাম দেখানো হলেও শুটিং করতে হয় একটা চামারদের গ্রাম হিসেবে, অন্যটা ব্রাহ্মণদের বাড়ি। কেশবা গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়িটি হয়েছিল ব্রাহ্মণ ঘাসিরামের বাড়ি। রায়পুরে গিয়েই ছবির বাকি অভিনেতা/ অভিনেত্রীদের নির্বাচন ঠিক করে ফেলেন। যেমন দুখীর কন্যা, ধনিয়ার ভূমিকায় নির্বাচন করেছিলেন রায়পুরের শান্তিনগর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রিচা মিশ্রকে। ঘাসিমার ব্রাহ্মণের কাছে পরামর্শপ্রার্থীর ভূমিকায় সেখানকার কলেজ ছাত্র সলিল ধর দেওয়ান। বিলাসপুরের খ্যাতনামা অভিনেতা ভাইয়ালাল হয়েছেন গোন্ড। ব্রাহ্মণ দলের প্রায় সকলেই রায়পুরের বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনেতা। ১৯৮১-র সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরু। ১৪ দিনেই শুটিং শেষ। তবে শুটিং -এর সময় সেখানকার দু/একটি সংবাদপত্র **সদ্‌গতি** গল্পের চিত্রায়ণ নিয়ে আপত্তি তোলে। ৯ সেপ্টেম্বর সেখানকার হিন্দি দৈনিক 'নবভারত' -এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় 'প্রেমচন্দ্র কী **সদ্‌গতি** পর দুর্গতি কা ছায়া' শিরোনামে ঐ সংবাদ। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, মধ্যপ্রদেশে জাতপাতের ব্যাপারে কোন সংঘর্ষ হয় না। সত্যজিতের ছবিতে ব্যবহৃত 'চামার' শব্দটি এখন মধ্যপ্রদেশের ঐ অঞ্চলে কেউ ব্যবহার করে না। অতএব এখানে এই ধরনের ছবির শুটিং করা আপত্তিকর। ইংরেজি দৈনিক 'ক্রনিকাল' -এর আপত্তি তোলা হয়। তবে এসব খবরে সেখানকার সাধারণ মানুষের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। এমনকি ঐ সংবাদ প্রকাশিত হবার চার দিন পর, সেখানকার আর একটি দৈনিক 'নই দুনিয়া' -র সম্পাদকীয়তে ঐ সব অভিযোগের উত্তর দিয়ে সত্যজিতের ভূয়সী প্রশংসা করে। ঐ দৈনিকে আরও লেখা হয়, বিশ্বখ্যাত পরিচালক মধ্যপ্রদেশকে শুটিং -এর জন্য নির্বাচন করেছেন – এ ঘটনা রাজ্যের পক্ষে গৌরবের। এছাড়াও তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ সরকারও সত্যজিৎ রায়কে মান্য অতিথি রূপে গণ্য করে তাঁর সুবিধা - অসুবিধার দিকে সব সময় নজর রেখে গিয়েছেন। শুধু শুটিং চলাকালীন নয়, তারপরেও 'নবভারত' দৈনিকটি **সদ্‌গতি** বন্ধ করার প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছে। ১৯৮১ - ২৪ অক্টোবর চার পৃষ্ঠা জুড়ে পত্রিকাটি '**সদ্‌গতি** বিশেষাঙ্ক' প্রকাশ করে। ঐ সংখ্যায় রাপুরের একমাত্র বামপন্থী কবি ও সাহিত্য সমালোচক এম এল সাহু ছাড়া সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি **সদ্‌গতি** ভবিষ্যতে দেখানোর বিরুদ্ধে রায় দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি মুকুটধর পাণ্ডে, সন্ত কবি পবন দিওয়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যসমিতির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ। 'মহাকোশল' পত্রিকার সম্পাদক গুরুদেবকাশ্যপ থেকে শুরু করে আরও অনেকের মতে, **সদ্‌গতি** প্রদর্শন শুধু এখানেই নয়, ভারতে এবং ভারতের বাইরেও নিষিদ্ধ করা উচিত। তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রধান বক্তব্য ছিল, রায়পুর বা ছত্তিশগড়ে বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে পরম্পরাগত সম্প্রীতি বিদ্যমান, এখানে বিষয়টি অবাস্তব। আসলে বাস্তব অবস্থাটি কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। রায়পুর, বস্তার, বিলাসপুর প্রভৃতি জেলা সংবলিত ছত্তিশগড় কেন্দ্রে হরিজনদের ওপর অত্যাচারের অসংখ্য নজির রয়েছে। প্রসঙ্গত সেই সময়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০-র মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ - এই ১১টি রাজ্যের হরিজনদের ওপর ৫৬, ৫৯৬ টি অত্যাচারে ১৮৫২ জন নিহত এবং ১৯৪১ জন হরিজন মহিলা ধর্ষিত হয়েছেন। এবং যখন কাগজে সংবাদটি প্রকাশিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তেও এই অঞ্চলে হরিজনদের ওপর অত্যাচারের খবর পাওয়া গিয়েছে। আসলে সেখানকার উচ্চবর্ণ হিন্দুদের আশঙ্কা ও আতঙ্কের প্রকৃত কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিনের অত্যাচরিত হরিজনেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে। **সদ্‌গতি** ছবির প্রদর্শন হয়ত তাদের পাল্টা আক্রমণ ত্বরান্বিত করতে পারে।

ইতিমধ্যে ছবির বাকি কাজ শেষ করে ফেলেন সত্যজিৎ। ১৯৮১ -র ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পিকু ও সদ্‌গতি প্রথম প্রদর্শন হয় কলকাতায়। ১৯৮২ -র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের আসর বসেছিল কলকাতায়। **সদ্‌গতি** 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

সঙ্গে **পিকু**। ১৯৮২-র ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৩টেয় এবং ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যে ৫.৪৫ মিনিটে নিউ এম্পায়ারে ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় **পিকু** ও **সদ্‌গতি** দেখানো হয়।

মুষ্টিমেয় কয়েজন দর্শক ছাড়া **সদ্‌গতি** ও **পিকু** আর কারও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। যেহেতু **সদ্‌গতির** প্রযোজক দূরদর্শন, সকলেরই প্রশ্ন ছিল টিভিতে কবে **সদ্‌গতি** দেখানো হবে। দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ কিছু জানাবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। প্রায় মাস দুই কেটে যাবার পর ১৫ মাট ১৯৮২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র মহাকরণে সাংবাদিকদের জানান, 'তাঁদের কাছে খবর এসেছে **সদ্‌গতি** দূরদর্শনে দেখানো হচ্ছে না। হরিজনদের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে তৈরি ওই চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করতে কেন্দ্র গররাজি।' তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার ও ছবি প্রদর্শনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি। এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কেন্দ্রকে জানিয়েও দেন।' দুদিন পরেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান এ খবর ভিত্তিহীন। এপ্রিল মাসেই দূরদর্শনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ছবিটি দেখানো হবে।

পরে অশোক মিত্র বলেন, 'ভালই হয়েছে। আমি বলতেই ব্যাপারটা ধাক্কা খেয়েছে। দিল্লির কাগজেও না দেখানোর খবরটা বেরয়। সেই দেখেই চাপ আসার ফলে ছবিটি দেখানোর স্বীকৃতি পেল। যে খবরটা আগে এসেছিল তাতে কোন ভুল ছিল না।'

২০ এপ্রিল প্রথম ঘোষিত হয় **সদ্‌গতি** দেখানো হবে ২৫ এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে। সেদিন সন্ধ্যা ৬.১৮ মিনিটে শুরু হয় ভারতীয় দূরদর্শন প্রযোজিত প্রথম ছবি **সদ্‌গতি**। তার আগে ৬.০৫ মিনিটে **সদ্‌গতি** প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটি সাক্ষাৎকার নেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। **সদ্‌গতির** পর ৭.১০ মিনিট থেকে দেখানো হয়েছিল **শতরঞ্জ কে খিলাড়ী। সদ্‌গতি** ছবিটি রঙিন হলেও একমাত্র দিল্লি ছাড়া ভারতের সব কেন্দ্র থেকে সাদাকালোয় দেখানো হয়। একমাত্র দিল্লিতেই সম্প্রচারিত হয়েছিল রঙে। সেই প্রথম ভারতীয় দূরদর্শন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে একই অনুষ্ঠান দেখাতে শুরু করে। এবং রঙিন সম্প্রচারও সেই প্রথম। সব কেন্দ্রে দেখানো হলেও **সদ্‌গতির** শুটিং যেখানে হয়েছে সেই রায়পুর কেন্দ্রে ছবিটি টিভিতে দেখানো হয়নি। সেখানকার উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রতিবাদ এবং কাগজে লেখালেখির ফলেই রায়পুর দূরদর্শন কেন্দ্র **সদ্‌গতি** না দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। পবিরর্তে সেখানকার দর্শক ২৫ এপ্রিল টিভিতে দেখেছিলেন ধর্মেন্দ্র - হেমা মালিনী অভিনীত 'মা' নামের একটি হিন্দি ছবি। টিভিতে দেখানোর পর সদগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে দৈনিক পত্রের 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে চিঠির ঝড় ওঠে। তবে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি হচ্ছে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রকার ও কৌতুক অভিনেতা আই এস জোহরের মন্তব্য। তিনি ছবিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন **সদ্‌গতি** ছবিটি, তার বিষয়বস্তু অস্পৃশ্যতার মতই একটি সামাজিক অন্যায় ইত্যাদি। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় **সদ্‌গতি** নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা। কলকাতার 'সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ' -এর উদ্যোগে **সদ্‌গতি** ছবিটির বিষয়ে কলকাতা ও শহরতলির নানা ধরনের মানুষের মতামত যাচাই করা হয়। সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন মোট ৬৬০ জন মানুষ। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৯২ এবং ২৬৮ জন মহিলা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বয়স, পেশা, আর্থিক সঙ্গতি, শিক্ষার মান ইত্যাদির দিক দিয়ে নানা ধরনের মানুষ। এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়,

১। শতকরা ৭০.৭৬ জন মনে করেন ছবিটি এখনকার গ্রামজীবনের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছে।

২। ১৯ বছরের কম বয়সী তরুণদের মধ্যে শতকরা ৪২ জনের মতে ছবিটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

৩। প্রৌঢ়দের (বয়স ৫০-এর বেশি) মধ্যে শতকরা ৪৩৩ জন মনে করেন এই ছবি বর্ণবৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেবে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে মতামত ঠিক এর উল্টো।

ছবিটি ১৯৯১ সালের ভারতীয় জাতীয় পুরস্কার 'বিশেষ জুরী' পুরস্কার পায়।

চিত্রভাস সৃষ্টিসন্ধান